Competition for growth
Bangladesh Competition Commission

প্রতিযোগিতা সাময়িকী

বর্ষ ১ | সংখ্যা ১ | জানুয়ারি, ২০২০ | মাঘ ১৪২৬

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সাময়িকী প্রকাশ

বাজার অর্থনীতির যুগে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কমিশন বাংলাদেশে উৎপাদন পর্যায়ে ও বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন: মনোপলি, ওলিগোপলি, কার্টেল বা সিন্ডিকেট ইত্যাদি নির্মূলে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যে জোটবদ্ধতার কারণে বাজারে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থি কোন পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না ঘটে তার লক্ষ্যেও কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। আইন বাস্তবায়নে কমিশনের অন্যতম কাজ হচ্ছে ব্যাপক প্রচারণা-প্রকাশনার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রথম 'প্রতিযোগিতা সাময়িকী' প্রকাশ করছে। এ প্রকাশনায় সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কাম্য।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ হস্তান্তর অনুষ্ঠান

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট বঙ্গভবনে পেশ করা হয়। জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এর উপস্থিতিতে কমিশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লিখিত অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজ, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

টিপু মুনশি, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন "প্রতিযোগিতা সাময়িকী" নামক নিউজ লেটার প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সারিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ উত্তরণের পূর্বশর্ত সুষম ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন পূর্বক পাশ করেন এবং তৎপ্রক্ষিতে ২০১৬ সালে প্রতিযোগিতা কমিশন গঠিত হয়। আমি আশা করি, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অতি শীঘ্র কমিশন গঠনের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

প্রতিযোগিতা আইন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা অণিষ্টকারী বা প্রতিযোগিতায় বাধা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড যেমন ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। যার মাধ্যমে পণ্য ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ ব্যবস্থায় সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবে প্রতিযোগিতা কমিশন।

আধুনিক ও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থায় একটি দেশের পণ্য ও সেবার উৎপাদনে সম্পদের সুষম, সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত হয়। প্রতিযোগিতার ফলে ফার্মগুলো প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন ও নতুন লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিপণনে অধিক দক্ষতা আনয়নে সচেষ্ট থাকে। বাজারে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিকাশে এবং বাজার ব্যবস্থায় পণ্য ও সেবার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচারও সুনিশ্চিত হবে।

নিশ্চিতভাবে আশা করা যায়, প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজের মাধ্যমে বাজার থেকে সব ধরণের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটবে, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত হবে, ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং তারা সুলভ মূল্যে উন্নত মানের পণ্য ও সেবা পাবেন। একই সঙ্গে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, পণ্য ও সেবার নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটবে, উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়বে, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে, সর্বোপরি দেশ থেকে দারিদ্র দূর হবে, যা এসডিজি এবং ভিশন ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আমি প্রত্যাশা করছি, বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূলের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কমিশন আরো সচেষ্ট হবে। কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের নিউজ লেটার 'প্রতিযোগিতা সাময়িকী' প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(টিপু মুনশি, এমপি)

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন
সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক 'প্রতিযোগিতা সাময়িকী' নামক নিউজ লেটার প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আধুনিক ও মুক্ত বাজার অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল বাজার হবে মুক্ত, স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণহীন যেখানে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য নির্ধারিত হবে। কিন্তু অনেক সময়েই বাজারে পূর্ণ ও প্রকৃত প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকে না। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাবে পণ্য ও সেবার মূল্য, গুনগতমান ও বৈচিত্রের ক্ষেত্রে ভোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থার ধারণায় ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা, অর্থনৈতিক সাম্য সমুন্নত রাখা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিযোগিতার ধারণা বাংলাদেশে নতুন হওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। উদার বাণিজ্য ব্যবস্থার সুযোগ অপব্যবহার করে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজেদের স্বার্থ হাসিলের এই চেষ্টার ফলে বাজারের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হয়, ভোক্তা স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, যার বিরূপ প্রভাব পড়ে । দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এসকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছে। প্রতিযোগিতা কমিশন আইন প্রদত্ত ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ এবং নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাজারের উন্নয়ন ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। এ ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতায় কমিশনের কার্যাবলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক মুক্তি ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। পরিশেষে আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

মোঃ মফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের নিউজ লেটার প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণের মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কমিশন সে লক্ষ্যে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। আইন বাস্তবায়ন ও প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

অপরদিকে ভোক্তা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সুযোগ পাবেন। প্রতিযোগিতা সুনিশ্চিতের জন্য কমিশন দ্বিধাহীন চিত্তে প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমি মনে করি সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কমিশন অচিরেই দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আইনে উল্লিখিত কাজের অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিউজ লেটার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ নিউজ লেটারে কমিশনের কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে কমিশনের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি, সম্পাদিত কাজ ও সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।

নিউজ লেটার প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ মফিজুল ইসলাম)

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর যোগদান

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ২৬.০০.০০০০.০৯০.১১.০০১.১৯.৩৭৪ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক সিনিয়র সচিবের পদমর্যাদায় গত ২৮.১০.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগদান করেন।

মোঃ আব্দুর রউফ
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সম্পাদকীয়

দ্রুত বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা এবং বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ১৩০টিরও অধিক দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারা অনুসারে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার, প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা কমিশনের অন্যতম ম্যান্ডেট। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সেমিনার, অবহিতকরণ সভা, মতবিনিময় সভা আয়োজন ও টিভিসি তৈরি সহ বিভিন্ন প্রকার এডভোকেসি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এডভোকেসি কার্যক্রমে নতুন সংযোজন হিসেবে কমিশন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে **'প্রতিযোগিতা সাময়িকী'** নামে নিউজলেটার প্রকাশ আরম্ভ করেছে।

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা থাকলে উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টির ফলে পণ্য ও সেবায় বৈচিত্র্য আসে এবং উৎপাদন খরচ কমে ফলে অন্যান্যদের সাথে দরিদ্র মানুষের প্রকৃত আয় বেড়ে যায়। এভাবে দেশের কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে। বিভিন্ন দেশের সমীক্ষা থেকে জানা যায় শুধুমাত্র বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২% থেকে ৩% বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র বিমোচন ত্বরান্বিত হবে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে বিদ্যমান অবিধেয় বাজার ব্যবস্থার সাথে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও ই-কমার্স সংযোজিত হওয়ায় বাজারের গতি প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবেশে দেশে একটি সৃশৃংখল ও নির্ভরযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা (Competition Regime) সৃষ্টির মাধ্যমে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে আইনটির বাস্তবায়ন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে মর্মে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গঠনে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাব।

সমাজে সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতার সুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা ও প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এ **'প্রতিযোগিতা সাময়িকী'** উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে **'প্রতিযোগিতা সাময়িকী'** নিয়মিত প্রকাশের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। এ নিউজলেটার প্রকাশে চেয়ারপার্সন মহোদয়ের উদ্যোগি ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ সাময়িকী প্রকাশিত হওয়ায় তাদেরকে এবং এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশী, এমপি এবং সচিব মহোদয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন বাণী প্রদান করে এ উদ্যোগকে ঋদ্ধ করেছেন।

মোঃ আব্দুর রউফ
সদস্য
ও
আহ্বায়ক, সম্পাদনা পরিষদ

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা

মোঃ আব্দুর রউফ
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগানের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য ও সেবার যথাযথ মূল্য নির্ধারিত হয়, বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং বাজার প্রতিযোগিতামূলক হয়। প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হলে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। দ্রুত বিকাশমান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শৃংখলা রক্ষা করা, বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করেছে। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ভিত্তি মূলতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদসমূহে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষম বন্টন এবং শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা রয়েছে এবং এতে অনুপ্রাণিত হয়ে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৬ সাল হতে এ কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২। প্রতিযোগিতা কমিশনের ম্যাণ্ডেট :

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মনোপলি, ওলিগপলি, কার্টেল বা সিন্ডিকেট ইত্যাদি প্রতিযোগিতা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যাতে বাজারের স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের জোটবদ্ধতার কারণে ভবিষ্যতে বাজারে যাতে ভোক্তার স্বার্থের পরিপন্থি কোন প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করা, তদুপরি সরকারকে প্রতিযোগিতা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রধান ম্যাণ্ডেট।

৩। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ :

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-তে ৭টি অধ্যায়ে ৪৬টি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ, পুনর্বিবেচনা, দন্ড, আপীল ও কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে এ আইনে অন্তর্ভুক্ত আছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গণ্য হবে।

বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হলো:

(১) ধারা-১৫ প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি;

(২) ধারা-১৬ কর্তৃত্বময় (Dominant) অবস্থানের অপব্যবহার;

(৩) ধারা-২১ জোটবদ্ধতা (Combination) নিষিদ্ধকরণ;

(৪) ধারা-২২ বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত কাজের তদন্ত কর্মকাণ্ডে আইনের প্রযোজ্যতা।

৪। বাজারে প্রতিযোগিতার সামাজিক সুফল :

বাজারে প্রতিযোগিতার কারণে প্রাপ্য সুফলগুলি যথা: Productive effeciency অর্থাৎ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ব্যয় কমে যা ভোক্তার কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

Allocative efficiency বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের যথাযথ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ সহজতর হয় এবং মন্দ বিনিয়োগের সম্ভাবনা কমে যায় যা ব্যবসায়ী ও ব্যাংকিং খাতের জন্য কল্যাণকর। অন্যদিকে, Dynamic efficiency এর কারণে বাজারে উদ্ভাবন ত্বরান্বিত হয় এবং এতে পণ্যে বৈচিত্র্য আসে ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কারিগরি প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে এবং ভোক্তার পছন্দের পরিসরও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে একটি অর্থনীতিতে ২%-৩% জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঘটে। ফলে আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য এবং আয় বৈষম্য হ্রাস পায়। যার সুফল আপামর জনসাধারণ ভোগ করে।

৫। কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি :

কমিশনের প্রধান কাজ সমূহ হচ্ছে (১) এডভোকেসি, (২) বিচারিক কার্যক্রম, (৩) বাজার গবেষণা, (৪) প্রশাসনিক ও (৫) আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং। এডভোকেসির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিযোগিতা আইন ও কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সমাজে সচেতনতা তৈরী করা। এর প্রধান প্রধান অংশীজন হচ্ছে সরকারের প্রশাসনযন্ত্র, ব্যবসায়ী মহল, বিচার বিভাগ এবং গণমাধ্যম ও জনগণ। সরকারের বিশাল প্রশাসনযন্ত্রকে সচেতন করার লক্ষ্যে কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভাগীয় সদরসহ এ পর্যন্ত এরূপ প্রায় ১৯টি সভা সমগ্র বাংলাদেশে আয়োজন করা হয়েছে। ব্যবসায়ী মহলে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত সভায় এবং ঢাকায় আয়োজিত ৪টি সেমিনার ও ১টি ওয়ার্কশপে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিচার বিভাগের সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে আইন কমিশনে অবহিতকরণ সভা এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সমাজে প্রতিযোগিতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যমের সাথে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)-এর সাথে যৌথভাবে বহুল

অংশগ্রহণে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। তদুপরি, নিয়মিত বিরতিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে টক শোতে কমিশনের অংশগ্রহণ, টেলিভিশন কমার্শিয়াল (TVC) প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও সমাজে যাতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে এবং প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায় সে উদ্দেশ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিষয়ক রচনা লেখার আয়োজন করা হয়েছে। নব প্রতিষ্ঠিত কমিশন স্বল্প সময়ের মধ্যে কিছু বিচারিক কার্যক্রমও সম্পন্ন করেছে যা বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তাদের সহায়ক পরিবেশ তৈরী করবে।

জনগণ সাধারণত পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন অডিটরিয়ামে আয়োজন করেন এবং অধিকাংশ অডিটরিয়ামে কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত কোন একক উৎস থেকে খাবার নিতে হয় যারা ভোক্তাদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত মূল্য নিয়ে থাকেন এবং তা প্রতিযোগিতা আইন বিরোধী। কমিশন যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একাধিক সরবরাহকারী নিয়োগের নির্দেশনা দিয়েছে। আশা করা যায় সারা দেশে এ আদেশ বাস্তবায়িত হলে ভোক্তা সাধারণ উপকৃত হবেন। এছাড়াও আমাদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সিএন্ডএফ এজেন্টস কর্তৃক প্রতিযোগিতা বিরোধী কিছু ক্রিয়াকলাপ নিবারণ করে কমিশন আদেশ দিয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। বাজার গবেষণা কমিশনের একটি অন্যতম কাজ। এর অধীনে কমিশন Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) এর সহায়তায় ২০১৮ সালে পেঁয়াজের বাজার এবং ২০১৯ সালে চালের বাজার নিয়ে গবেষণা করেছে। প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং আন্তর্জাতিক Best practice অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ইতোমধ্যে International Competition Network (ICN) – এর সদস্যপদ লাভ করেছে। তদুপরি, UNCTAD এবং OECD-GFC এর কাজে কমিশন সম্পৃক্ত রয়েছে।

৬। কমিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ :

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারে ভারসাম্যহীনতা (Market Failure) পরিহারের মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করাই কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ। প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন রূপকল্প ২০২১, ২০২৪-এ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন, এসডিজি ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ সামনে রেখে সরকারের নীতি ও কৌশল প্রয়োগে প্রতিযোগিতা আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হচ্ছে কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রতিযোগিতা কমিশন মূলতঃ অর্থনীতির জটিল অঙ্গনে কাজ করে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে উৎপাদন, বাজার ব্যবস্থা বিশেষ করে বিপণন অনেক বেশী তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে উদীয়মান এ পরিবেশ বুঝতে পারা এবং এ পরিবেশে কাজ করা প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অনেক বেশী চ্যালেঞ্জিং হবে।

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বাজারের গতি প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এরূপ চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে কাজ করার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে দেশে যথাযথ প্রশিক্ষণের সুযোগ নিতান্তই অপ্রতুল। এ প্রেক্ষাপটে দ্রুত দক্ষ জনবল তৈরী করা কমিশনের নিকট একটি চ্যালেঞ্জ।

(ঘ) তথ্য-ভান্ডার: প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সফটওয়্যার ভিত্তিক একটি সমৃদ্ধ তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

৭। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বেশ কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে:

(ক) বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও গবেষণা পরিচালনা করা। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালে পিঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি, চালের বাজারে অস্থিরতা এবং চামড়ার বাজারে ধস নামা স্মর্তব্য।

(খ) বাংলাদেশের দ্রুত সম্প্রসারমান অর্থনীতিতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পরিবর্তনশীল পরিবেশে বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করা।

(গ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি সমৃদ্ধ রিসোর্স সেন্টার স্থাপন।

(ঘ) প্রতিযোগিতা কমিশনের মূল অংশীজন ব্যবসায়ী মহলে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করা। এ লক্ষ্যে বাণিজ্যিক সংগঠনসমূহের সাথে সেমিনার ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ঙ) Competition Economics and Law কোর্স চালুকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা।

(চ) প্রতিযোগিতা কমিশন ছাড়াও বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরীর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে 'নলেজ পুল' গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

উপসংহার :

ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বাজারে নেতিবাচক শক্তিসমূহ প্রতিরোধ করা এবং ধনাত্মক উপাদানসমূহকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাকে প্রতিযোগিতামূলক রাখা প্রতিযোগিতা কমিশনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এছাড়াও ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হবে তখন স্বল্পোন্নত দেশের অনেক সুবিধা হারাতে হবে। মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে আমাদের সে সকল ঘাটতি পূরণ করতে হবে এবং প্রচুর বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন দেশে এমন সক্রিয় প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা (Competition Regime) যা দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে পারে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি নিয়ে টিকে থাকতে হলে প্রতিযোগিতা বিষয়ক আইন-কানুন, বিধি-বিধান সময়োপযোগি রাখতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা কমিশনকে রেফারির ভূমিকা পালন করতে হবে। আশা করা যায়, বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রেখে বাজারকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলিতে প্রতিযোগিতা কমিশন অর্থনীতির অন্যতম অভিভাবক হিসেবে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

লেখকের কাছে মন্তব্য প্রেরণ: rauf1917@hotmail.com

‘টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ০৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে “টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা” শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শ্রম ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উদ্দেশ্য, প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নে অগ্রগতি এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্ম কৌশল ও পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। ড. রাজ্জাক কর্তৃক মূল প্রবন্ধে তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে দেখানো হয় যে, যথাযথ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের ক্রেতাসাধারণ আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের তুলনায় অধিক মূল্যে পণ্য ও সেবা ক্রয় করে এবং নিম্ন আয়ের মানুষ বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ডে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সিরডাপ মিলনায়তনে ‘টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব মহোদয়ের সঙ্গে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা।

১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন ২৫-০৯-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা উভয়েই প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উৎপাদনকারী-ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে টিসিবি মিলনায়তনে সেমিনার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনকারী-ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে টিসিবি মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জনাব টিপু মুনশি, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড: মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সাবেক গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং কমিশনের কার্যক্রমের উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ।

টিসিবি মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারের একাংশ

মূল প্রবন্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বৈষম্যহীন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।বাজার-ব্যবস্থায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা থেকে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন সম্ভব হবে মর্মে আলোচকগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

পেঁয়াজের বাজার প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে আড়তদার ও আমদানিকারকদের সাথে মতবিনিময় সভা

সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজের বাজার প্রতিযোগিতামূলক রাখার লক্ষ্যে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন উপাদান ক্রিয়াশীল রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখার জন্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন আড়তদার ও আমদানিকারকদের সাথে মতবিনিময়ের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৮ সালে BIDS এর সহায়তায় বাংলাদেশে পেঁয়াজের উৎপাদন, আমদানি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন কর্মকান্ড ছিল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পাদিত করে।

পেঁয়াজের বাজার প্রতিযোগিতামূলক রাখার বিষয়ে আড়তদার ও আমদানিকারকদের সাথে মতবিনিময় সভা

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামে 'প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার

ইআরএফ মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে বক্তৃতারত জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, দায়িত্ব প্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্যদের অংশগ্রহণে ERF মিলনায়তনে 'প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ইআরএফ সদস্যগণ দেশের অর্থনীতির অঙ্গনের খবরাখবর, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পাঠক মহলে তুলে ধরেন এবং সমাজে সচেতনতা তৈরীসহ জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইআরএফে আয়োজিত এ সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইনের বিধান, প্রয়োগিক দিক এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা আইনের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে অংশীজনদেরকে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয়। এ সেমিনারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

UNCTAD E-Commerce Week 2019

গত ১-৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে UNCTAD কর্তৃক জেনেভায় আয়োজিত ই-কমার্স সপ্তাহে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্সে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অংশগ্রহণের ফলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে নিয়ত পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য কমিশন জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের প্রতিনিধি দলের সাথে বিগত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের প্রতিযোগিতা মুলক বাজার ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা, শক্তিশালী আইনী কাঠামো, বাজারে প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। দ্বিপাক্ষিক এই আলোচনায় অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় এবং JFTC থেকে সহযোগিতা পাওয়ার উপায় ও ক্ষেত্র চিহ্নতকরণে প্রয়াস নেয়া হয়।

জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক বিচারিক কার্যক্রম

বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বিচারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণে আইন প্রদত্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা বজায় রাখা, উৎপাদন মূল্য হ্রাস পাওয়া এবং পণ্য ও সেবায় বৈচিত্র্য আসতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নির্দিষ্ট অডিটরিয়াম কর্তৃপক্ষকে আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহে একাধিক ক্যাটারার্স নিয়োগের নির্দেশ দান করেছে। এ নির্দেশ সারাদেশে বাস্তবায়িত হলে ভোক্তাগণ উপকৃত হবেন। সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় তাদের পূর্বনির্ধারিত অধিক মূল্যে বিড প্রদান করাকে প্রতিযোগিতা আইন বিরোধী বিধায় কমিশন তা নিবারণ করে আদেশ দিয়েছে যা ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসে সহায়ক হবে।

কমিশনের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার দৃশ্য

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন

জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ২৬ মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষনাকর্ম পরিচালনা অব্যাহত রাখা, পরিবর্তিত বাজার ব্যবস্থায় কাজ করার উপযোগী দক্ষ লোকবল তৈরীর জন্য কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। নতুন এ কমিশনের প্রচারণা জনসাধারণের কাছে যেন বোধগম্য হয় এবং ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণ যেন বুঝতে পারেন কমিশন তাদের পক্ষে কাজ করছে সেভাবে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর সাথে কমিশনের মত বিনিময়

Organization for economic Co-operation and Development-Global Forum on Competition (OECD-GFC) এর বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

OECD-GFC তে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২০১৮ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত OECD-GFC এর বার্ষিক সম্মেলনে বিশ্বের ১০০টিরও বেশী দেশের সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী প্রমুখ প্রতিযোগিতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা এবং পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতা নিয়ে কাজ করেন এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজে সর্বোত্তম অনুশীলন (Best practice) অনুসরণ প্রত্যাশিত। এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ তার দ্বার খুলে দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ব্রিফিং

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ব্রিফিং এর মাধ্যমে আইনের গুরুত্ব, উপযোগিতা, এবং ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। এতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর উপর প্রদত্ত দায়িত্ব, এখতিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা হয়। এ ব্রিফিং অনুষ্ঠান পরবর্তীতে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় অত্যন্ত সহায়ক হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের একাংশ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন এর টেলিভিশন টকশোতে অংশগ্রহণ

RTV তে টকশোতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

সাম্প্রতিক সময়ে পেঁয়াজসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম RTV কর্তৃক আয়োজিত টেলিভিশন টকশোতে অংশগ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খাঁন চৌধুরী, পরবর্তীতে দায়িত্ব প্রাপ্ত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং বর্তমান চেয়ারপার্সন বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ টকশোতে নিয়মিত আংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইনের গুরুত্ব, উপযোগিতা ইত্যাদি দর্শক শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন।

'বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসি' শীর্ষক সেমিনার

৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে 'বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসি' শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ও আয়োজক সংস্থা উন্নয়ন সমন্বয় এর চেয়ারপার্সন ড. আতিউর রহমান এবং কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ উপস্থিত ছিলেন। এতে অন্যান্য সেক্টরের বিশিষ্ট অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। এ সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা পলিসির প্রয়োজনীয়তা এবং এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় যা কমিশনের ভবিষ্যৎ পথচলায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

'বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসি' শীর্ষক সেমিনারের একাংশ

কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সালের ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯ সালের ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ার প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দুই সপ্তাহব্যাপী এ ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রাম কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিযোগিতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি কার্যকরী মাধ্যম । ২০১৯ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর পরিচালক জনাব আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম এবং উপপরিচালক জনাব আনোয়ার-উল-হালিম এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে ২০১৭ সালেও কমিশনের ২ জন কর্মকর্তা এ প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ নেন।

২০১৯ সালের ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

এক নজরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে ২০১২ সনে প্রতিযোগিতা আইন (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) প্রণীত হয়। এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদক, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), জোটবদ্ধতা (Combination) বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের (Dominant Position) অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা।

কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

১. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, মনোপলি, ওলিগোপলি, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

২. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

কমিশনের কার্যাবলী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি আধা বিচারিক (Quasi-judicial) সংবিধিবদ্ধ সংস্থা । এ কমিশনের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ-

(ক) বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা;

(খ) কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা।

(গ) প্রতিযোগিতা আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের তদন্ত, মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা;

(ঘ) জোটবদ্ধতা এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তদন্তপূর্বক জোটবদ্ধতা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করা;(ঙ) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা, ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড

প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি: কার্টেল এবং ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশের মাধ্যমে ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করা; দরপত্রসহ সকল ক্ষেত্রে জালিয়াতিপূর্বক প্রতারণামূলক দর নির্ধারণ করা, একচেটিয়া সরবরাহ, একচ্ছত্র পরিবেশন।

কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার: (ক) এমন কোন কর্মকাণ্ড যা বাজারে অন্যদের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে; (খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বা সেবা প্রদানে অন্যায্য বা বৈষম্যমূলক শর্তারোপ (discriminatory price) করে অথবা বৈষম্যমূলক মূল্য বা কৃত্রিমভাবে হ্রাসকৃত মূল্য (Predatory Price) নির্ধারণ করে।

জোটবদ্ধতা (অধিগ্রহণ ও একিভূতকরণ): পণ্য বা সেবার বাজারে প্রতিযোগিতায় বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী জোটবদ্ধতা (Combination) নিষিদ্ধ। তবে কোনরূপ বিরূপ প্রভাব ফেলবে না বা প্রভাব ফেলার কারণ ঘটাবে না, তাহলে কমিশন উক্তরূপ জোটবদ্ধতা অনুমোদন করতে পারে।

প্রতিযোগিতার সুফল

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় পণ্য ও সেবার উৎপাদন খরচ কমায়, উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টি হয় ফলে পণ্য ও সেবায় বৈচিত্র্য আসে এবং মান বৃদ্ধি পায়। এতে ভোক্তা সাধারণ ও ব্যবসায়ী উভয়েই উপকৃত হয়। সর্বপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আনে।

অভিযোগকারী

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। তদপুরি, কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়েও অভিযোগ অনুসন্ধান করতে পারে।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আব্দুর রউফ
সদস্য
ও
আহ্বায়ক, সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ খালেদ আবু নাছের
পরিচালক

মোঃ মনোয়ার হোসেন
পরিচালক

আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম
পরিচালক

মোঃ আলমগীর হোসেন
পরিচালক

মোঃ মাহবুব আলম
উপপরিচালক

প্রকাশনায় : **বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন,** ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫৪৮৫, ফ্যাক্স: ০২-৫৮৩১৫৫৮৭, ই-মেইল: secretary.ccb202@gmail.com